# একটা ছিল বাঘ

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

অজন্তা প্রকাশনী
১১৪ এন ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড
কলকাতা - ৭০০০১০

না। বাঘ না, বাঘ না। বাঘিনী। বাঘিনীটা না খুব ভালো ছিল। ওর বাচ্চাদের খুব ভালো-বাসত। মন ঢেলে ভালোবাসত। ঠিক মানুষ-মার মতো। কিংবা তার চেয়েও বেশি।

বাঘু আর বাঘা। দুই ছেলে বাঘিনীর। যমজ। ওরাও ওদের মাকে খুব ভালোবাসত। সব সময় মার গায়ে গা লাগিয়ে

রাখত। বাঘিনী আদর করে বলত, 'ফাক্, ফাক্,!' মানে সোনা ছেলে, সোনা ছেলে'।

কী দুষ্টু, কী দুষ্টু। বাঘু আর বাঘার কথা বলছি। এই মার লেজ কামড়ে ধরছে, এই মার ঘাড়ের ওপর চেপে বসছে,

এই মার দুধ খাচ্ছে। এই মার ঘাড়ের ওপর চেপে মার কান কামড়ে ধরছে। এত যে জ্বালাতন করছে, বাঘিনীর কিন্তু কোনও বিরক্তি নেই। জিব বার করে 'হ্যা-হ্যা' করছে। আর মাঝে মধ্যে ছেলে দুটোকে চেটে দিচ্ছে। আর লেজটাকে নাড়াচ্ছে। একবার এদিকে, একবার ওদিকে।

বাঘিনীর লেজটা নড়ছে। আর বাঘু-বাঘা খালি সেটাকে ধরার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যে মুখ দিয়ে 'গোঁ গোঁ' করে

শব্দ করছে। এই শব্দের মানে হচ্ছে, 'অ্যাই! আমার মার লেজ আমি ধরব। তুই ধরছিস কেন রে? আমার মা। শুধু আমার। আর কারও নয়।'

বাঘিনী মাঝে মধ্যেই বাচ্চাদের মাথাটাকে চাটতে চাটতে ওদের কান কামড়ে ধরছে। জোরে নয়। আস্তে। খুব আস্তে। আলতো করে।

কাম কামড়ে ধরে একটু 'গোঁ গোঁ' করছে বাঘিনী। বলছে, 'কী রে? কী ব্যাপারটা কী তোদের? অ্যাঁ? শুধু এই খেলাধুলো করলেই হবে? শিকার—টিকার করা শিখবি না?'

'বা রে! আমরা শিকার করতে যাব কেন? তুমিই তো রোজ আমাদের জন্য শিকার ধরে আনবে।' বাঘা বলল। বলেই, হি-হি, হা-হা করে কী হাসি ওর!

তখন কী হয়েছে, বাঘিনীও না হাসছে। সবাই হাসছে। হাসি থামার পর বাঘিনী বলল, 'বা রে! মা কি চিরকাল শিকার করতে পারবে না কি? মা একদিন বুড়ি হয়ে যাবে না? তখন? তখন তোরা খাবি কী?'

একদিন।

বাঘিনী শিকারকে মেরে তার মাংস ভরপেট খেয়েছে।

খেয়ে ভেবেছে, 'না, এভাবে আর বাচ্চাদের ফেলে রাখা যায় না। ওদেরকে ধীরে ধীরে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। আজ থেকেই শুরু করব।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল বাঘিনী। মনে মনে ভাবতে লাগল, 'বাছারা আমার ঠিক আছে তো? আসার সময় তো বনের ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওদেরকে রেখে এসেছিলাম। পই পই করে বলেছিলাম — 'বাঘু! বাঘা!